মেহেরপুরে দিকনির্দেশনার অভাবে বিপাকে সবজি চাষিরা

মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে মাঠপর্যায়ে কৃষি কর্মকর্তাদের নিয়মিত দেখা মেলে না। ফলে ফসলের রোগবালাই, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, সার ও কীটনাশকের সঠিক ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষক।

কৃষকদের অভিযোগ, এতে অনেক কৃষক এখনো প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন।

গতকাল সোমবার জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে এসব অভিযোগের কথা জানা যায়।

শ্যামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে কলা, করলা, কাঁচা মরিচ, লাউ, শসা, শিম, আলুসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি ও কৃষিপণ্য চাষ করা হয়।

কৃষকদের দাবি, মাঠপর্যায়ে কৃষি কর্মকর্তাদের নিয়মিত পরামর্শ ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষকদের লোকসানও কমানো সম্ভব।

কলা চাষি তরিকুল ইসলাম বলেন, মেহেরপুরের অনেক কৃষক লাভের আশায় কলা চাষে আগ্রহী হয়েছেন। বর্তমানে কলাগাছে বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই দেখা দিচ্ছে। অনেক গাছের পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে। এসব সমস্যা সমাধানে কৃষি কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ে এসে পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন হলেও নিয়মিত তাঁদের দেখা পাওয়া যায় না।

তিনি বলেন, “ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তারা যদি মাঠে এসে আমাদের গাছের সমস্যা দেখে সঠিক পরামর্শ দিতেন, তাহলে রোগবালাই দমন করে আরও ভালো ফলন ও মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হতো।”

করলা চাষি আসাদুল মিয়া বলেন, “আমরা বাপ-দাদার আমল থেকে কৃষিকাজ করে আসছি। আমিও প্রায় ৩০-৩৫ বছর ধরে চাষাবাদের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এখনো আগের পদ্ধতিতেই চাষ করি। আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে মাঠপর্যায়ে কৃষি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তেমন কোনো পরামর্শ পাই না।”

তিনি আরও বলেন, ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার পাওয়া নিয়েও কৃষকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কৃষি কর্মকর্তারা নিয়মিত মাঠে এসে কৃষকদের সমস্যা শুনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিলে চাষাবাদে আরও উন্নতি করা সম্ভব।

কাঁচা মরিচ চাষি নাজমুল আলী বলেন, কিছুদিন আগে কাঁচা মরিচের দাম তুলনামূলক বেশি থাকলেও বর্তমানে দাম কমেছে। এর মধ্যে মরিচ গাছে নতুন ধরনের রোগ দেখা দিয়েছে। গাছের কাণ্ডে ক্ষত ও পাতায় কুঁকড়ানো ভাব দেখা যাচ্ছে। কীভাবে এ রোগ দমন করবেন, তা বুঝতে পারছেন না তাঁরা।

তিনি বলেন, “কৃষি কর্মকর্তারা মাঠে এসে রোগটি দেখে কী ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে বা কোন কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে, সে বিষয়ে পরামর্শ দিলে আমাদের অনেক উপকার হতো। কিন্তু আমাদের খোঁজখবর নিতে কোনো কর্মকর্তা মাঠে আসেন না।”

কৃষকদের অভিযোগের বিষয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমদাদুল হাসান বলেন, কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদ, সার ব্যবস্থাপনা এবং রোগ-পোকামাকড় দমনের বিষয়ে পরামর্শের জন্য তাঁর সঙ্গে অথবা সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সহকারী কৃষি কর্মকর্তারা নিয়মিত মাঠে দায়িত্ব পালন করেন বলেও জানান তিনি।

তিনি বলেন, “মাঠপর্যায়ে আমাদের বর্তমানে বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে অনেক কাজ রয়েছে। কৃষকরা অতিপ্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। তাঁরা প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা পাবেন।”

তবে কৃষকদের দাবি, শুধু ফোনে পরামর্শ নয়, ফসলের সমস্যা সরেজমিনে দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিতে কৃষি কর্মকর্তাদের নিয়মিত মাঠপর্যায়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ঝিনাইদহের এক হাত হারানো কৃষি কর্মকর্তার গল্প

ভোরের কুয়াশা তখনও পুরোপুরি কাটেনি। গ্রামের সরু রাস্তা ধরে মোটরসাইকেলে ছুটছে ধানক্ষেতের দিকে। পেছনে রোদ উঠতে শুরু করেছে,সামনে অপেক্ষা করছেন কয়েকজন কৃষক।

তাদের জমিতে দেখা দিয়েছে রোগ। দ্রুত সমাধান না পেলে নষ্ট হতে পারে পুরো ফসল। কৃষকদের সেই উৎকণ্ঠার মুহূর্তে ভরসার নাম একজন মানুষ-মফিজ উদ্দিন। তার একটি হাত নেই।

জীবনের নির্মম এক দুর্ঘটনায় হারিয়েছেন ডান হাত। কিন্তু হারাননি দায়িত্ববোধ, হারাননি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার। বরং সেই দুর্ঘটনাই যেন তাকে আরও দৃঢ় করেছে।

আজ তিনি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ব্লকের হাজারো কৃষকের কাছে শুধু একজন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নন,তিনি আস্থার প্রতীক, নির্ভরতার নাম। সরকারি চাকরিতে দায়িত্ব পালনে অনীহা কিংবা নানা অজুহাতের অভিযোগ যখন প্রায়ই শোনা যায়, তখন শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে মাঠে-মাঠে কৃষি সেবা পৌঁছে দিয়ে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মফিজ উদ্দিন। কৃষকের সমস্যাই যেন তার নিজের সমস্যা।

কোনো কৃষকের জমিতে রোগ দেখা দিলে,ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হলে কিংবা নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হলে সবার আগে যে মানুষটির কথা মনে পড়ে,তিনি মফিজ উদ্দিন।

হলিধানী ব্লকে বর্তমানে প্রায় ৪ হাজার ৫৫৩ জন কৃষক রয়েছেন। ধান,গম, ভুট্টা,বিভিন্ন ধরনের সবজি ও মসলাজাতীয় ফসল চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন তারা। এসব কৃষকের জন্য সরকারি কৃষি সেবা নিশ্চিত করার দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। কিন্তু দায়িত্ব তার কাছে শুধু সরকারি চাকরির অংশ নয়, এটি যেন এক ধরনের মানবিক অঙ্গীকার।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালিচরণপুর ইউনিয়নের ছোট মান্দারবাড়িয়া গ্রামের সন্তান মফিজ উদ্দিন। বাবা মৃত আফসার উদ্দিন জোয়ার্দার। সাত ভাই ও দুই বোনের বড় পরিবারে বেড়ে ওঠা মফিজ ছোটবেলা থেকেই সংগ্রামের সঙ্গে পরিচিত।

চিন্তায় পড়ে যেতাম। এখন মফিজ ভাইকে ফোন দিলেই চলে আসেন। জমিতে নেমে রোগ শনাক্ত করেন,কী ওষুধ দিতে হবে বলে দেন। এক হাত না থাকলেও কাজের ক্ষেত্রে তাকে কখনো দুর্বল মনে হয়নি।’

কৃষক মো. আলামীন বলেন,’অনেক কর্মকর্তা অফিসে বসে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু মফিজ স্যারকে প্রতিদিন মাঠে দেখা যায়। তিনি আমাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করেন। তাই কৃষকরাও তাকে পরিবারের সদস্যের মতো ভালোবাসেন।’

কৃষাণী রওশন আরা বেগম বলেন,’সবজি চাষে রোগবালাই হলে আমরা অনেক সময় অসহায় হয়ে পড়ি। স্যার নিজে এসে দেখে পরামর্শ দেন। তার কারণে অনেক ক্ষতি থেকে বেঁচেছি।’

কৃষক শরিফুল ইসলাম বলেন,’এক হাতে মোটরসাইকেল চালিয়ে যেভাবে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘোরেন,তা সত্যিই অবাক করার মতো। তিনি কর্মকর্তা নন,আমাদের আপনজন।’

মফিজ উদ্দিন বলেন,’দুর্ঘটনার পর অনেকেই ভেবেছিলেন আমি হয়তো আর কিছু করতে পারব না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম,মানুষ চাইলে যেকোনো বাধা অতিক্রম করতে পারে। কৃষকদের জন্য কাজ করার ইচ্ছাটাই আমাকে শক্তি দিয়েছে।

তার মতে,পুরস্কার বা সম্মাননা নয়,সবচেয়ে বড় অর্জন হলো কৃষকের মুখের হাসি।

তিনি বলেন, কোনো কৃষকের ক্ষতি কমলে,ভালো ফলন হলে বা তার পরিবারে স্বস্তি ফিরলে সেটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।’

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো: নুর-এ-নবী বলেন,’মফিজ উদ্দিন অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও পরিশ্রমী কর্মকর্তা।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তার কাজে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তিনি কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক আস্থা অর্জন করেছেন।

একটি হাত হারিয়ে অনেকেই জীবনযুদ্ধে থেমে যান। কিন্তু মফিজ উদ্দিন প্রমাণ করেছেন,মানুষের শক্তি তার হাতে নয়,তার মনোবলে।

তাই ঝিনাইদহের কৃষকদের কাছে তিনি শুধু একজন কৃষি কর্মকর্তা নন; তিনি সাহস,সংগ্রাম,দায়িত্ববোধ ও মানবিকতার এক উজ্জ্বল প্রতীক।